# Govt seeks $1 billion from WB for Bharat Nirman

Statesman News Service

NEW DELHI, Aug. 19. – The government is all set to rope in the World Bank to get $1 billion as loan to fund its ambitious Rs 1,74,000 crore Bharat Nirman Project. The project is dedicated to rural India and includes irrigation, drinking water, roads, electrification, housing and telephony.

World Bank president Mr Paul Wolfowitz was in the Capital today and had a meeting with senior Planning Commission officials. The Planning Commission made a detailed presentation to the bank chief on the upcoming Bharat Nirman Project and its funding needs.

Emerging from the meeting with Mr Wolfowitz, the Planning Commission deputy chairman, Dr Montek Singh Ahluwalia, said: "We have mentioned that India can easily absorb something to the tune of a billion dollars in the Bharat Nirman programme."

Dr Ahluwalia also told Mr Wolfowitz that India would need huge funds over the next few years, especially in the 11th Plan period (2008-13). He assured the bank chief that India would be concentrating on infrastructure development.

Mr Wolfowitz, on his part, said: "The priority of my discussions with my hosts has been around rural infrastructure in India and I am asking them how the World Bank can do more to meet the challenges in the area."

Earlier in the day, Mr Wolfowitz met with North Block mandarins and discussed the progress made on World Bank-funded projects. The government projected a higher funding need compared to the $3 billion it gets every year.

During a meeting with President Dr APJ Abdul Kalam, Mr Wolfowitz said India was going to play a "major role" in the future and offered a constructive partnership.

**Another report on page 10**

THE STATESMAN

# World Bank offers $500 million for national e-governance project

By Our Special Correspondent

**NEW DELHI, MARCH 13.** The World Bank has agreed in principle to provide $ 500 million for India's National e-Governance Plan (NEGP) over the next four years. The Bank has approved the project concept and has given the green signal to support NEGP projects, a senior economist at the bank, Mark Dutz, said.

The announcement was made at the concluding session of the NEGP workshop with States and Union Territories held here on March 11 and 12. The two-day conference coincided with the visit of the World Bank Preparatory Mission, which is currently in the country to discuss the objectives, scope, design and implementation arrangements of the project with the Government.

According to an official release, the bank's decision follows a dialogue with the Government for possible support of the NEGP, followed by the identification mission. This approval will have potential for follow-up with additional financing, depending on the need, absorptive capacity and rapid disbursement of the initial financing. A final decision of the Bank's support, including amount of financing and other modalities, is expected within the next nine to 12 months, subject to the Government's preparation.

## Capacity-building

Apart from funds, the World Bank will also help in capacity building and provide managerial and other expertise. Mr. Dutz said the bank's experience while working with the Indian Government will be useful for similar plans in other countries.

The Joint Secretary in the Department of Information Technology (which is anchoring the entire programme), R. Chandrashekhar, said the Department would bring out the guidelines for capacity-building for e-governance projects next week.

The plan has identified 25 projects as Mission Mode — of which 10 are in the State sector, 8 in the Central sector and seven integrated ones.

The official release said an apex committee under the Cabinet Secretary was already in place for providing the strategic direction and management oversight for NEGP.

A formal structure to support the apex committee is currently under formulation. With a view to speed up implementation, the Government has already set aside budgetary resources in the current fiscal to be provided to States as additional Central assistance to support capacity-building.

The Planning Commission has allocated Rs. 300 crores as additional Central assistance for NEGP in 2005-06 while the Department's own allocation is also of the same amount.

"The focus of NEGP towards empowerment of rural citizens, improved Government effectiveness, promotion of private sector growth and potential for dramatic scaling up the bank's impact in India to help improve the quality of life of all citizens was instrumental in bringing a strong alignment between NEGP and the bank's country Assistance strategy for India", the release said.

THE HINDU 14 MAR 2005

# India to accept bilateral aid only from G-8 countries, EU

Our Delhi Bureau
10 JANUARY

THE government has issued a policy stating India will accept bilateral aid only from G-8 countries and the European Commission, from now. The policy formalises a press note released by the finance ministry after the UPA government came into power last year.

Other than the G-8 countries, European Union nations can also offer aid provided they commit a "minimum annual development assistance of $25 million" to India, according to the policy.

While existing aid programmes will continue, the government will not accept any new programmes from other sources. This means that countries like Kuwait, Saudi Arabia and Australia, which have been providing some developmental aid will now have to route their assistance "directly to autonomous institutions, universities, non governmental organisations, etc, towards projects of social and economic importance only".

Aid programmes of multilateral institutions, like the World Bank and the Asian Development Bank (ADB) will continue unaffected. G-8 nations include, US, UK, Japan, Germany, France, Italy, Canada, and the Russian Federation. India has budgeted for Rs 5,523.65 crore of total bilateral aid in 2004-05.

For the current year, the department of economic affairs in the finance ministry, will continue to receive project proposals from bilateral partners, to avoid delays owing to the change in the policy.

**HELP AT HAND**

But subsequently, transfer of funds to project partners and monitoring of those projects will be the responsibility of the aid giver, the policy said.

Under the new policy, the recipient institutions have to be registered under the Foreign Contribution (Regulation) Act to be eligible to receive such bilateral assistance.

The policy added that the government will continue its policy regarding non acceptance of tied aid, that is those which have strings attached to them.

The Economic Times
11 JAN 2005

# পুনর্গঠনে বিদেশি সাহায্য নিচ্ছে ভারত

**স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি:** সুনামি-বিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণের কাজে বিদেশি সহায়তা না-নিলেও পুনর্বাসনের জন্য বিদেশের অর্থসাহায্য নিতে আপত্তি নেই কেন্দ্রের।

পুনর্বাসনের বিপুল খরচ দেখেই কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশি সাহায্যের জন্য দরজা খুলে দেওয়ার কথা বলেছে। কারণ প্রাথমিক হিসাবে দেখা যাচ্ছে, আন্দামান-নিকোবর ছাড়া বাকি এলাকাতেই পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের খরচ পড়বে প্রায় সাত হাজার কোটি টাকা। দ্বীপপুঞ্জ মিলিয়ে এই খরচ ১০ হাজার কোটি টাকা ছাপিয়ে যেতে পারে। এই অবস্থায় বিদেশি সাহায্য নেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের পরেই আজ প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রথম বিদেশি সাহায্য হিসাবে ইরানের তেলমন্ত্রী ১০ লক্ষ ডলার দিয়েছেন। দিল্লিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড মালফোর্ড আমেরিকার তরফে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে এক লক্ষ ডলার দিয়েছিলেন। কিন্তু নয়াদিল্লি তা আমেরিকার তরফে ভারতকে সাহায্য হিসাবে না নিয়ে মালফোর্ডের ব্যক্তিগত দান হিসাবে নিয়েছিল।

আজ অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম মুম্বইয়ে বলেছেন, সরকার দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে বিদেশ থেকে অর্থসাহায্য পেতে আগ্রহী। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহও মুম্বইয়ে প্রবাসী ভারতীদের সম্মেলনে বলেছেন, "প্রাথমিক ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজকর্ম স্থানীয় প্রশাসনকেই করতে হবে। কিন্তু আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন এবং আর্থিক পরিকাঠামোর পুনর্নির্মাণে সকলের সাহায্য পেলেই খুশি হব।" প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় আগেই বলেন, কেন্দ্র প্রথম থেকেই বিদেশি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সাহায্যের বিষয়ে 'না' বলেনি। কিন্তু অন্যান্য দেশকে বলা হয়েছিল, আপাতত আমরাই সামলে নিচ্ছি। দরকার পড়লে সাহায্য নেওয়া হবে।

প্রাথমিক ভাবে সুনামি-বিধ্বস্ত তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, কেরল ও পন্ডিচেরির জন্য প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা লাগবে বলে কেন্দ্রীয় সরকারের ধারনা। সব চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত আন্দামান ও নিকোবরের পুনর্গঠনের খরচ এখনও পুরোপুরি হিসাব করা হয়নি। তবে সেখানে ত্রাণের কাজে নিযুক্ত প্রতিরক্ষা কর্তাদের বক্তব্য, ওখানে পরিকাঠামো বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। কার নিকোবরে বিমানবাহিনীর ঘাঁটি পুরো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কেবল আন্দামান নিকোবরের জন্য আরও প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা লাগবে বলে সরকারের একাংশের ধারণা। ১ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে কেন্দ্রের হিসাব।

কেন্দ্র ইতিমধ্যেই ২০০ কোটি টাকা ইন্দিরা আবাস যোজনায় বাড়তি বরাদ্দ করেছে। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী রঘুবংশ প্রসাদ সিংহ জানিয়েছেন, এই টাকায় ৬৬ লক্ষ ঘর তৈরি হবে সুনামিতে গৃহহীন দারিদ্রসীমার নীচে লোকেদের জন্য। মৎস্যজীবীদের জাল ও অন্য সরঞ্জাম কিনতে অতি সহজ শর্তে ঋণ দেবে কেন্দ্র।

সরকারি হিসাবে অন্ধ্রের ক্ষতি ৩৪২ কোটি টাকা, কেরলের ১৩৫৯ কোটি, তামিলনাড়ুর ৪৮০০ কোটি, পন্ডিচেরির ৫০০ কোটি টাকা। তামিলনাড়ুর জন্য ২৫০ কোটি এবং অন্ধ্র ও কেরল ও পন্ডিচেরির জন্য মোট ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। আন্দামান-নিকোবরের জন্য প্রাথমিক ভাবে দেওয়া হয়েছে ৩৫ কোটি টাকা।

ANADABAZAR PATRIKA 8 JAN 2005